কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটি পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে একজন গবেষকের গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানীগুণী ও পন্ডিতদের পরামর্শ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা অপরিহার্য। আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে আমিও অনেকের কাছে ঋণী। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মুসলিম স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর এ. বি. এম. হোসেনকে যিনি শুধু আমার গবেষণা নির্দেশকই নন-জীবনেরও সার্বিক দিক নির্দেশক। তাঁরই পরামর্শক্রমে পি-এইচ. ডি ডিগ্রীলাভের জন্য আমি "মুসলিম আমলে বাংলার টাকশাল নগরী, ১২০৪-১৮৫৮ খ্রীঃ একটি মুদ্রা ভিত্তিক অনুসন্ধান" শিরোনামে গবেষণাকর্ম শুরু করি। শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহ ও তাঁর সমন্বয় সাধন মোটকথা গবেষণার খুঁটিনাটি সর্ব বিষয়ে তাঁর সর্বক্ষণিক নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এ অভিসন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব হ'ত না। গবেষণার গতিকে তরান্বিত করার জন্য তিনি আমাকে শাসন করেছেন যতটা তার চেয়ে হাজারগুণ উদারতায় ভুল-ভ্রান্তি সনাক্ত করে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশাল হৃদয়ের এই মহান শিক্ষাগুরুর নিকট আমি চিরঋণী।

বাংলাদেশের অন্যতম মুদ্রা বিশেষজ্ঞ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক এবং আমার শ্বশুর প্রফেসর এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর নিকট আমি সবিশেষ ঋণী। গবেষণার নানা বিষয়ে তিনি আমাকে আন্তরিক পরামর্শ দিয়েছেন শত ব্যস্ততার মাঝেও। বিশেষ করে মুদ্রা সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যা সমাধানে তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে আমাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন-সে জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর শাহানারা হোসেন, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আব্দুর রফিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক ও 'আরবান স্টাডিজ প্রোগ্রাম'-এর পরিচালক প্রফেসর নজরুল ইসলাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর, ইউ, পি, বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক মোঃ গোলাম মরতুজা, এবং ঠাকুরগাঁ মহিলা কলেজের শিক্ষক ও পি-এইচ. ডি গবেষক ওসমান গণি সাহেবের নিকট আমি ঋণী। তাঁদের কেউ সরাসরি উপাত্ত সরবরাহ করে, কেউ উপাত্তের সন্ধান দিয়ে এবং কেউ কাজের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বড় ভায়রা মোঃ রিজাউল করিম শেখ সহকারী অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তার পত্নী জাকিয়া ইয়াসমিন প্রভাষক, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। সম্বন্ধী ডাঃ মোঃ রেজাউর রহিম(নাহিদ) মেডিক্যাল অফিসার, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চারঘাট ও তদীয় পত্নী মিসেস্ সোনিয়া সেহেলী,

শ্বশুর মুহাম্মদ সাজ্জাদুর রহিম এবং জান্নাতবাসিনী শ্বাশুড়ী রহিমা ইয়াকুবকে যিনি আমার কাজের শুরুতে আমাকে মায়ের মমতায় নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য।

আই. বি. এস. কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুদিন আবাসিক সুবিধার ও লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বৃত্তি প্রদানের জন্য আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের নিকট ঋণী। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের দেয়া বৃত্তি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় পরিচালক ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক মোঃ জাকারিয়া সাহেব তাঁদের ব্যস্ততা সত্বেও আমাকে যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন-সেজন্য তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট ঋণী। এ গুলোর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আই, বি, এস, লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী-রাজশাহী, বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার লাইব্রেরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুজ প্রতীম মোঃ নজমুল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও আমার সহকর্মী মুহাম্মদ সোলায়মান সাহেবের 'কম্পিউটার কম্পোজ'-এ অভিসন্দর্ভ জমা দেবার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

আমার জান্নাতবাসী পিতা-মাতার প্রতি আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। জীবদ্দশায় তাঁরা সর্বদাই আমাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ও মানুষ হতে উপদেশ দিতেন। বড় ভাই ডাঃ আবুল ফজল মোঃ নোমান, মেডিকেল অফিসার, 'আল-রাজী মেন্টাল হস্পিটাল' লিবিয়া ও তাঁর স্ত্রী বেগম নওশন আরা, অপর দুই অগ্রজ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও দিনাজপুর জেলাস্থ সেতাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এস, আই, নূরুদ্দীন, তাঁদের উভয়ের পত্নী এবং বড় বোন নার্গিস আলীর নিকট আমি ঋণী। বিশেষ করে বড় ভাই ডাক্তার আবুল ফজল মোঃ নোমান ও তদীয় পত্নীর নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ছাড়া আমি জীবনের এ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারতাম বলে মনে হয় না।

সবশেষে আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি আমার প্রিয়তমা পত্নী রাকিবা ইয়াসমিন, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। নামটি সর্বশেষে উল্লেখ করা হলেও তার নিকট আমার ঋণ অশেষ। গবেষণাকর্ম দ্রুত শেষ করার জন্য তিনি শুধু আমাকে তাগিদ দেননি বরং অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সাংসারিক যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি পালন করতে পারিনি তা তিনি স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্ব হিসেবে পালন করেছেন। তাই বলা চলে এ অভিসন্দর্ভটি তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার ফসল।